৬। জাতি :— এর অর্থ অনেকটা শ্রেণীর মত। মানুষের মধ্যে যেমন বিভিন্ন বর্ণের উল্লেখ আছে, তেমনি তালেও বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশ দেখা যায়। কয়েকটি বর্ণ নিয়ে তৈরী হয় একটি জাতি। প্রত্যেকটি তালের এই রূপ ৫টি করে জাতি আছে। এগুলি হল— চতশ্র, তিশ্র, মিশ্র, খণ্ড ও সংকীর্ণ। এদের মধ্যে চতশ্র জাতিকে ব্রাহ্মণ, তিশ্র জাতিকে ক্ষত্রীয়, খণ্ড জাতিকে বৈষ্য, মিশ্র জাতিকে শূদ্র এবং সংকীর্ণ জাতিকে সংকীর্ণ হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনটি, চারটি, পাঁচটি, সাতটি এবং নয়টি বর্ণের সমাবেশে যথাক্রমে তিশ্র, চতশ্র, খণ্ড, মিশ্র এবং সংকীর্ণ জাতি হয়।

৯। যতি :— সঙ্গীতের গতি মাপার নিয়মকে বলে যতি। যতি পাঁচ প্রকারের— সমাযতি, স্রোতাগতা, মৃদঙ্গ, পিপিলিকা (ডমরু) এবং গো-পুচ্ছা।

সঙ্গীতের প্রথম, মধ্য ও শেষভাগে একই রকম গতি থাকলে তাকে বলে সমাযতি। প্রথম ভাগে বিলম্বিত, মধ্যভাগে মধ্য এবং শেষভাগে দ্রুত গতি থাকলে একে বলে স্রোতাগতা যতি। যদি সঙ্গীতের মধ্য ভাগে বিলম্বিত এবং আদিও শেষভাগে দ্রুত গতি থাকে তখন তাকে বলে মৃদঙ্গ যতি। প্রথম ও শেষভাগে বিলম্বিত এবং মধ্য ভাগে দ্রুতগতি থাকলে একে বলে পিপীলিকা যতি। প্রথমভাগে দ্রুত, মধ্যভাগে মধ্য এবং শেষভাগে বিলম্বিত গতি থাকলে একে বলে গো-পুচ্ছাযতি।